কিশোরদের

প্রিয় মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুহাম্মাদ আসআদুজ্জামান

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

কিশোরদের

প্রিয় মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুহাম্মাদ আসআদুজ্জামান

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

কিশোরদের

প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রচনা	মুহাম্মাদ আসআদুজ্জামান
দ্বিতীয় মুদ্রণ	অক্টোবর ২০১৭
প্রথম রাহনুমা প্রকাশ	জানুয়ারি ২০১৭
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	বশীর মেছবাহ, সালসাবিল
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ৪০০.০০ (চারশো টাকা মাত্র)

PRIYO MUHAMMAD SAL-LAL-LAHU ALAIHI WA SAL-LAM
Written by. Muhammad Asaduzzam
Market & Published by. Rahnuma Prokashoni. Price. Tk. 400.00, US $ 15.00 only.

ISBN 978-984-92212-3-4
E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com
web: www.rahnumabd.com

ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক আল্লামা

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

আমার মরহুম দাদা-দাদি ও মেজো চাচা

-এর উদ্দেশে।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি দীর্ঘদিন পর *কিশোরদের প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আগ্রহের সঙ্গেই এগিয়ে এসেছে অধুনা ইসলামিক প্রকাশনাজগতে সাড়া জাগানো প্রতিষ্ঠান রাহনুমা প্রকাশনী। আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ। ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি ইসলামিক প্রকাশনার আধুনিকায়নে যে ভূমিকা রেখেছে—সত্যিই ঈর্ষণীয়। তাদের এই উদ্যোগ ও সক্রিয়তাকে স্বাগত জানাই। দুআ করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এই আন্তরিকতা কবূল করুন। ইসলামী প্রকাশনা-অঙ্গনের উন্নয়নে আরও বেশি ভূমিকা রাখার তৌফিক দান করুন।

স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান সংস্করণে ভাষাগত পরিবর্তন এবং অন্যান্য আরও অনেক বিষয় পূর্বের থেকেও আকর্ষণীয় ও নির্ভুল করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশেষত বইটি কিশোরদের উদ্দেশ্য করে গল্প বলার ঢঙে পরিবেশন এবং বইয়ের আকার যথাসম্ভব ছোট রাখার চেষ্টার কারণে এখানে প্রত্যেকটি ঘটনা এবং তথ্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে টীকা আকারে তথ্যসূত্র উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। বরং উল্লেখিত প্রত্যেকটি ঘটনা-তথ্যই বইয়ের শেষে লেখা বইতালিকা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

এবারের নতুন সংস্করণে যদিও পূর্বের মতো টীকা সংযোজন করা হলো না, তথাপি সম্পূর্ণ বইটিতে উল্লেখিত প্রত্যেকটি ঘটনা এবং তথ্য যথাযথ প্রতিষ্ঠান থেকে যোগ্যতর ব্যক্তিগণের দ্বারা পুনরায় যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হয়েই তবে তা প্রকাশ করা হলো। কোনো ঘটনা বা তথ্যের ব্যাপারে কারও কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে প্রকাশনীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তার সদুত্তর পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিশেষ অবদান যাঁর, তিনি আমার অগ্রজ ভাই ও বন্ধু, হারানো ইতিহাসের অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষক, লেখক, সাহিত্যসংগঠক, সাংবাদিক ও সম্পাদক মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ। চলার পথে বিভিন্ন সময় যাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, পরামর্শ, উৎসাহ আমাকে এই পর্যন্ত টেনে এসেছে। এই ঋণ কখনোই শোধরানো যাবে না। আমি আজীবন তাঁর নিকট ঋণগ্রস্ত থাকতে চাই।

বইটির এই সংস্করণ প্রকাশের সংবাদ শুনে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে যে, সে আমার জীবনসঙ্গিনী রওশন আরা আক্তার ইরা—আমার লেখালেখি, পড়াশোনা ও প্রেরণার ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা তার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা—তিনি এই প্রেরণার শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করে দিন।

মুহাম্মদ আসআদুজ্জামান

প্রথম প্রকাশকের কথা

আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীতে যাত্রা শুরু করেছি। ইতিহাস-বিশ্লেষকরা বলেন, এ শতাব্দী ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের শতাব্দী। এ শতাব্দীতেই মুসলমানরা বিশ্বনেতৃত্বের ভূমিকায় আসীন হবে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা কী করে সম্ভব? বিশ্বের নানা জনপদে নানাভাবে মুসলমানরা আজ নির্যাতিত। শক্তি-সামর্থ্যের দৌড়ে মুসলমানরা এখনো অনেক পিছিয়ে। অনৈক্য, বিভেদ, অসংহতি মুসলিমসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে গেছে। অপসংস্কৃতি আর পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় মুসলিম রাজন্যবর্গ আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এরপরেও কি আমরা বলব, একবিংশ শতাব্দী মুসলমানদের বিজয়ের শতাব্দী?

হ্যাঁ, আমরা তা-ই মনে করি। এ শতাব্দী মুসলমানদেরই শতাব্দী। এই শতাব্দীতেই মুসলমানরা বিশ্ব জয় করবে। তার আলামত ইতিমধ্যে বিভিন্ন জনপদে দেখা দিতে শুরু করেছে। চেচনিয়া, কাশ্মীর, আফগান, মিন্দনাও, আরাকান, ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন জনপদে মুসলমানদের সশস্ত্র সংগ্রাম, যুদ্ধ, শাহাদাত সে ইঙ্গিতই বহন করে। শতাব্দীর যাত্রা কেবল শুরু হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও আস্থা ক্রমেই দৃঢ় হতে দেখা যাচ্ছে।

আমরা বিশ্বাস করি, অল্পদিনেই এ আস্থা ও সংহতি ইস্পাতকঠিন ঐক্যে রূপ নেবে। তারপরই শুরু হবে মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী নবজয়যাত্রা। আর এই নবযাত্রাকেই বলা হয় রেনেসাঁ।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো জাতির জীবনে সহসা এই রেনেসাঁ আসেনি। এর জন্য অনেক

ত্যাগ, অনেক রক্ত, অনেক শ্রমের প্রয়োজন হয়েছে। প্রয়োজন হয়েছে বহুমুখী আয়োজনের। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও বরণীয় মনীষীদের গৌরবোজ্জ্বল জীবনগাথা।

আমরা মুসলমান। আমাদের বরণীয়, স্মরণীয় ও অনুকরণীয় প্রথম পুরুষ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের রেনেসাঁর প্রধান প্রেরণাপুরুষও তিনি। তারপর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন—এভাবে অদ্যাবধি যে সকল ইসলামের সিপাহসালাররা গুজরে গেছেন। তাঁদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের আত্মপরিচয়।

কিশোরদের প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রন্থের মাধ্যমে *রেনেসাঁ কো-অপারেটিভ পাবলিকেশন* যেমন প্রকাশনার জগতে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে, তেমনি নামের সাথে কাজের সামঞ্জস্য বিধান করতেও ইচ্ছুক। আমরা চাই পর্যায়ক্রমে ইসলামী ইতিহাসের সোনার সন্তানদের জীবন-চিত্র নতুন আঙ্গিকে মুসলিমসমাজের সামনে তুলে ধরতে। যাতে দুইশো বছর গোলামীর ফলে আমাদের সমাজদেহে যে হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা ঝেড়ে ফেলে সমাজ আবার নতুন করে মুক্তির শ্লোগানে মেতে উঠতে পারে। নিজেদের আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারে। 'খলিফাতুল্লাহর' আসন পুনরুদ্ধার করতে পারে। আমরা সকলের সহযোগিতা ও দুআ কামনা করি।

লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ আসআদুজ্জামান নবী-জীবনের আলোচনার মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোর ও তরুণসমাজকে সে পথেই আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা

তাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট তুলে ধরে কিশোরদের জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী যেভাবে উপস্থাপন করেছেন—তা সত্যিই ব্যতিক্রম, প্রশংসাযোগ্য ও অনন্য।

তিনি সহজ সরল অথচ আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় জাতির প্রাণশক্তি শিশু-কিশোরদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে ডেকেছেন। আমরা মনে করি নবীজীবনী রচনার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে। যা বর্তমান সময়ে একান্তই প্রয়োজন ছিল। এমন একটি গ্রন্থ দিয়ে যাত্রা শুরু করতে পারায় আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

আল্লাহ পাক লেখকের এ শ্রম কবূল করুন। রেনেসাঁ কো-অপারেটিভ পাবলিকেশনকে কবূল করুন। আগামীতে আরও সুন্দর আরও মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রকাশের তৌফিক দান করুন। আমীন!

অধ্যাপক (মাওলানা) মুহাম্মদ আলাউদ্দীন চৌধুরী
পরিচালক
রেনেসাঁ কো-অপারেটিভ পাবলিকেশন
চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব। তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্যে, সাধারণ মানবীয় গুণের সঙ্গে কতগুলি অসাধারণ অনুকরণীয় আদর্শের সমাবেশ বিদ্যমান। তাঁকে দূর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন যত সহজ, মানবজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর জীবনী হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ তত সহজ নয়। তাঁর জীবন একদিকে যেমন দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত জাগতিক, অপর দিকে তেমনি আল্লাহর গুণে গুণান্বিত—শ্বেত শুভ্র সমুজ্জ্বল পারত্রিক। তাঁর মধ্যে পাপপঙ্কিল পার্থিব বাস্তবতায় কণ্টকিত বস্তু কেন্দ্রিক কামনা-বাসনা দেহসর্বস্ব চেতনার অবলম্বনে অধ্যাত্ম-সাধনার অপার্থিব চিৎপ্রকর্ষের কুসুম পেলব পারমার্থিক অভিব্যক্তি এক অকল্পনীয় স্বরূপে অভিব্যক্ত। তাঁকে ভালোবাসা যায়, ভক্তি আদর স্নেহ মায়া মমতা ঘেরা পার্থিব মানবিক আবেদনে আপন করা যায়, কিন্তু পরমাত্মার সান্নিধ্য-চেতনায় সমৃদ্ধ শুদ্ধ তৃপ্ত সুরভিত 'নাফসুল মুতমাইন্না' ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক মোহময় পরিমণ্ডলে পরিবৃত। এ যেন সে আলোকিত বৃক্ষের নির্মল স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা যার ঔজ্জ্বল্যে দিক উদ্ভাসিত, কিন্তু তা ধরা যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক অনুভূতি-বহির্ভূত সত্ত্বা। এর যোগাযোগ বস্তুর অভ্যন্তরে নির্বস্তুর, দেহের অভ্যন্তরে দেহহীন উপলব্ধ সত্য। এ হেন জীবনকে আত্মসাৎ করে জাগতিক ভাষায় তাঁর স্বরূপ বিশ্লেষণ সাধারণের কাজ নয়। এতো 'নার'কে অবলম্বন করে 'নূরের' বিকাশ। 'নার' বস্তু সত্য। কিন্তু বস্তু বলেই বাস্তবে নির্বস্তু সত্য উপলব্ধি করা যায় না। তার মধ্য থেকে বিচ্ছুরিত 'নূর' কেবল তাঁর হৃদয়েই অনুভূত হয়, যিনি 'দানা ফাতাদাল্লা'র আনন্দে মুগ্ধ-অভিভূত।

এখানেই মানব-অমানবের, বস্তু-নির্বস্তুর সম্মিলন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অলৌকিক রূপ বিকাশ যে মানব-সত্ত্বায় পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে, সে আহাদ থেকেই আহমদ। আর তিনিই তিনি, হুয়া হুয়া। সে অসামান্যকে সামান্যে রূপায়ণ তখনই সম্ভব যখন আত্মসত্ত্বার বিলুপ্তি ঘটে। যার হৃদয়ের আয়নায় তার প্রতিফলন স্পষ্ট, তিনিই অভিব্যক্তির পরিচর্যায় কামিয়াব। মাওলানা আসআদুজ্জামান প্রণীত *কিশোরদের প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* শীর্ষক গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করে আমার মনে হয়েছে, গ্রন্থকর্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ভালোভাবে পাঠ করেছেন এবং তা আত্মস্থ করে বাংলা ভাষাভাষী কিশোর-কিশোরীদের জন্য পরিবেশন করেছেন। বাংলা ভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের নানাদিক আলোচনা করে শতাধিক সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার মধ্যে দুই কুড়িরও বেশি পুস্তক শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে লিখিত। বয়স্কদের জন্য এবং শিশু-কিশোরদের জন্য কিছু লেখা এক নয়। অল্পবয়স্কদের কাছে কিছু উপস্থাপনায় বিশেষ শিল্প-বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন। তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, তাদের মনের ভেতর প্রবেশ করে তাদের প্রাণের কথাটি টেনে বের করা একটি বিশেষ আর্ট। ভাষা, পরিবেশনাস্টাইল সব ব্যাপারে একটি আলাদা উপলব্ধি জাত বোধ আয়ত্তে না থাকলে তাদের কাছে কিছু বলে 'কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশিয়ে প্রাণ আকুল করা' যায় না। লক্ষণীয় যে, গ্রন্থখানি যাদের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে, তাদের মনোবিজ্ঞান ও মানসিকতা সম্বন্ধে লেখক সম্যক ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের মজলিসে বসে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আটপৌরে ভাষায় কথা বলতে পারেন। বইখানির ভাষা সরল সহজ, বর্ণনাভঙ্গি সাবলীল ও বিষয়ানুগ। বিষয়বস্তু নির্বাচন ও অধ্যায় বিন্যাসন, উপশিরোনামে আভ্যন্তর বক্তব্য উপস্থাপন,

উদ্দিষ্ট তরুণ পাঠকের উপযোগী। আর জীবন কাহিনির মতো জটিল ও কঠিন বিষয়কে সহজ ও সরস কথার মোহে পাঠককে ধরে রাখার ক্ষমতা লেখকের আছে। লেখক একটি কঠিন বিষয়ে হাত দিয়েছেন। কবি বলেছেন :

সহজ কথায় লিখতে আমার কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।

সহজ কথাটি সহজে বলা যায় না বলেই শিশু-কিশোরদের জন্য সহজ ভাষায় কোনো বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা অত্যন্ত কঠিন। স্নেহভাজন মাওলানা আসআদ সাহস করে এ কঠিন কাজটিতে হাত দিয়েছেন। তাকে এ আসরে খুশআমদিদ জানাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি যাদের উদ্দেশ্যে রচিত তাদের উপকারে আসবে। রাসূলুল্লাহর জীবনী থেকে নিজের চলার পথে পাথেয় খুঁজে পাবে তারা। এর সঙ্গে বইখানি মনোযোগ দিয়ে পড়ে এতে বর্ণিত আদর্শের অনুসরণ করতে তরুণদের অনুরোধ করি। আরও একটি কথা, বইখানি তরুণদের উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও তরুণদের মুরুব্বী, তরুণদের পিতা-মাতা, ভাই-বোনও এতে শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ের সমাবেশ খুঁজে পাবেন। খুঁজে পাবেন মনের খোরাক। উপকৃত হবেন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা।

বইখানি লেখকের দ্বিতীয় উপস্থাপনা। তাঁর কলম দৃঢ় হোক, হোক অক্ষয়। দুআ করি তাঁর কলম যেন না থামে। আরও অধ্যবসায় ও অধ্যয়ন-সমৃদ্ধ হোক তাঁর ফসল। আমীন।

ড. কাজী দীন মুহম্মদ
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

১২৯ কলাবাগান, মীরপুর রোড, ঢাকা
ঈদুল আযহা ১৪২০ হি.
১৭ মার্চ ২০০০।

বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক যশস্বী মুহাদ্দিস

শায়খ আবদুল মতিন সাহেব দা. বা.

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা-এর

অভিমত

আলহামদুল্লিাহ! মাওলানা মুহাম্মাদ আসআদুজ্জামান রচিত কিশোরদের প্রিয় মুহাম্মাদ বইটি আমি প্রায় আগাগোড়া পাঠ করেছি। দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল সংশোধনের পরামর্শও দিয়েছি। বইটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে।

কিশোরদের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও বড়দের জন্যও উপকারী হবে বলে আশা রাখি। রাহনুমা প্রকাশনীর সৌন্দর্য-প্রিয়তা এর সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা লেখক ও প্রকাশককে আরো বেশি দীনি খেদমতে নিয়োজিত রাখুন। আমীন।

১৪ আগস্ট, ২০১৭ ঈসায়ী

(আবদুল মতিন)

লেখকের কথা

এক.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝরানো ছাড়া আমার আর কোনো বক্তব্য নেই। তিনি আমার মতো একজন গুনাহগার বান্দাকে তাঁর প্রিয় হাবীবের জীবনী লেখার তৌফিক দান করেছেন। একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে?

এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কবি হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রাযি.)-এর একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি মনে পড়ছে। তিনি তাঁর অসংখ্য কাব্য-ভাণ্ডারকে এভাবেই উৎসর্গ করেছিলেন, 'আমি আমার কাব্য দ্বারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো প্রশংসা করতে পারিনি, বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ব্যবহার করে আমি আমার কাব্যকেই প্রশংসিত করেছি।'

আমার বক্তব্যও তা-ই। আমি আমার লেখা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান মর্যাদাকে সামান্যও উঁচু করতে পারিনি, বরং তাঁর নাম ব্যবহার করে আমি আমাকেই ধন্য করেছি।

এই গ্রন্থের কোথাও কোনো দুর্বলতা, ভুল-ভ্রান্তি থেকে থাকলে তার দায়-দায়িত্ব একান্তই আমার। আর ভালো কিছু থেকে থাকলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য উৎসর্গিত। লেখকের নাম, যশ, প্রাপ্তি কোনো কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নেই। প্রার্থনা একটি; কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক যেন গ্রন্থটির উছিলায় গুনাহগারদের নাজাতের ব্যবস্থা করে দেন।

দুই.

যাঁদের দুআ, সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রেরণায় এ গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত ও প্রকাশের প্রয়াস পেলাম, যাঁদের ঋণ স্বীকার না করলে আল্লাহ পাকের দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, তাঁদের অন্যতম প্রধান আমার জীবনের ভূষণ, প্রিয় ওস্তাদ, মুরব্বী, জামেয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক, কবি ও সম্পাদক হযরত আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভীর স্নেহদৃষ্টি আর আমার চলার পথের পথনির্দেশক ওস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ফুরকানুল্লাহ—যাঁদের পুত্রতুল্য স্নেহ ও মমতার কথা কোনোদিনই ভুলতে পারব না। আমার ওস্তাদ মাওলানা রশীদ জাহেদ, মাওলানা আবূ তাহের-সহ সকল ওস্তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দু'বাক্যের স্তুতি গেয়ে তাঁদের কৃতজ্ঞতা আদায় করা যাবে না। আমার শরীরের চামড়া আজীবন তাঁদের পায়ের জুতা বানাবার জন্য বৈধ করে দিলাম।

মুসলিম বাংলা সাহিত্যের পিতৃপুরুষ, ভাষা বিজ্ঞানী ড. কাজী দীন মুহাম্মদ সাহেবের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন এবং বিভিন্ন সুপরামর্শসহ একটি সুন্দর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন—যা আমার গ্রন্থকে আলোকিতই করেছে। আমি আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমার আব্বা ও আম্মার—যাঁরা ইচ্ছা করলে আমাকে দীনী ইল্‌ম শিক্ষার জন্য মাদরাসায় না পাঠিয়ে পার্থিব প্রাপ্তির আশায় অন্যত্র পাঠাতে পারতেন; কিন্তু তা না করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির আশায় হাজার হাজার টাকা খরচ করে দীনি ইল্‌ম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে জানার সুযোগ করে দিয়েছেন; সেই জন্মকাল থেকে আজ অবধি শিশুর মতো বহন করে চলেছেন; মহান

রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা; তিনিই যেন তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমাকে তাঁদের সুসন্তান হিসেবে কবূল করেন।

তিন.

সবশেষে পাঠক-পাঠিকা, ভাই ও বোনদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, 'প্রেসের ভূত' বলে একটি কথা প্রকাশনাজগতে বহুল প্রচলিত আছে—অনেক চেষ্টা করেছি এ ভূত ছাড়াতে, কিন্তু পেরে উঠিনি। কোথাও কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবার চেষ্টা করব। পাঠক মহলের কোনো একজনও যদি গ্রন্থটি পাঠ করে সামান্য উপকৃত হন—তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে কবূল করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আসআদুজ্জামান
জামেয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া
চট্টগ্রাম-৪০০০
০৫.০৪.২০০০।

স্থায়ী ঠিকানা
গ্রাম : কুমের পাড়
পোস্ট : পল্লী কুমের পাড়
শিবচর, মাদারীপুর।

সূচিপত্র

সূচনা—২৫
জন্ম—২৫
বংশ-পরিচয়—২৬
নবীজীর পিতার ইন্তেকাল—২৭
নবজাতক শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—২৮
নবীজীর দুধপান—২৮
শিশু মুহাম্মাদের মদীনা ভ্রমণ—৩৬
দাদা আবদুল মুত্তালিবের ঘরে নবীজী—৩৭
চাচা আবূ তালেবের ঘরে নবীজী—৩৮
সিরিয়া সফরে বালক মুহাম্মাদ—৩৯
ফিজার যুদ্ধে নবীজী—৪০
হিলফুল ফুজুল—৪৩
হযরত খাদিজা (রাযি.)-এর সঙ্গে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে—৪৭
কা'বা শরীফ নির্মাণ ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—৫১
বাণিজ্যতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—৫৫
নবুওয়াতের পূর্বে নবীজীর দিন-যাপন—৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবুওয়াতপ্রাপ্তি—৬৩
কুরাইশদের তোপের মুখে নবীজী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—৬৯
আবূ তালেবের সঙ্গে কুরাইশ নেতাদের সাক্ষাৎ—৭০
প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণ—৭২

কুরাইশদের নিপীড়নের মুখে মুসলমান—৭৩
নবীজীকে জব্দ করার নানা কৌশল—৭৭
নবীজীকে জনবিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা—৭৯
নবীজীর সঙ্গে কুরাইশ নেতা উতবার সাক্ষাৎ—৮১
সমাজচ্যুত বনূ হাশিম গোত্র—৮৩
বয়কটের অবসান—৮৫
খাজা আবূ তালেব ও হযরত খাদিজা (রাযি.)-এর ইন্তেকাল—৮৮
তায়েফের খুনরাঙ্গা পথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—৮৯
কুরাইশদের নির্মমতার শিকার হযরত আবূ বকর (রাযি.)—৯১
নবীজীর চাচা হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ—৯৪
আবিসিনিয়ার পথে মুসলমানদের হিজরত—৯৫
মুসলমানদের হিজরত, কুরাইশদের শিরপীড়া—৯৭
কুরাইশদের ব্যর্থমিশন—১০৩
নবীজীকে হত্যার সিদ্ধান্ত ও হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ—১০৬
হযরত তোফায়েল ইবনে আমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ—১১৪
নবীজীর মেরাজে গমন—১১৭
নবীজীর মেরাজ; কুরাইশদের অন্তরজ্বালা—১২৭
আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতি নবীজী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—১৩০

তৃতীয় অধ্যায়

মদীনার পথে ইসলাম—১৩৩
মদীনায় ইসলাম—১৩৫
মদীনার পথে মুসলমানদের হিজরত—১৩৮
নবীজীকে নিয়ে কুরাইশদের নতুন ভাবনা—১৪২
মদীনার পথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—১৪৬
‘গারে ছাওরে’ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—১৪৮

গুহা মুখে মাকড়সার জাল—১৫০
মক্কার পথে পথে অনুসন্ধানী দলের মহড়া—১৫০
বিশিষ্ট ঘোড় সওয়ার সুরাকার রথযাত্রা—১৫৪
মদীনায় নবীজীকে বর্ণাঢ্য গণ-সংবর্ধনা—১৫৯
মদীনায় নবীজীর দিন-যাপন—১৬৭
মদীনায় মসজিদ নির্মাণ—১৬৯
মমতার বন্ধন—১৭৫
আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—১৭৯
আস্‌হাবে সুফ্‌ফার কাহিনি—১৮১
মদীনার আকাশে অশান্তির কালো মেঘ—১৮৪
কেবলা পরিবর্তন—১৮৮

চতুর্থ অধ্যায়

যুদ্ধের সূচনা—১৯০
মুসলমানদের প্রতিরোধ অভিযান শুরু—১৯১
বদর যুদ্ধ : দ্বিতীয় হিজরী সন—১৯৮
বদরপ্রান্তরে নবীজী—২০৫
যেভাবে আবূ জেহেল নিহত হলো—২১৬
বন্দীদের সাথে নবীজীর আচরণ—২২১
বনূ সুলাইমের বিরুদ্ধে অভিযান—২২৬
সাভীকের অভিযান—২২৭
ইহুদী বনূ কায়নুকার বিরুদ্ধে নবীজীর যুদ্ধাভিযান—২৩০
ওহুদ যুদ্ধ : তৃতীয় হিজরী সন—২৩৪
ওহুদ প্রান্তর—২৪৩
মদীনায় নবীজীকে হত্যার প্রচেষ্টা—২৫৫
বনূ সালাবার বিরুদ্ধে নবীজীর যুদ্ধ অভিযান—২৬১
একটি অলৌকিক ঘটনা—২৬৩

আবূ সুফিয়ানের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—২৬৪
খন্দক যুদ্ধ : পঞ্চম হিজরী সন—২৬৮
বিশ্বাস ঘাতক বনূ কুরাইযার পরিণতি—৩০৩

পঞ্চম অধ্যায়

ঐতিহাসিক হুদায়বিয়া সন্ধি ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—৩০৮
হুদায়বিয়া সন্ধি ও একটি কঠিন মুহূর্ত—৩২২
শর্তের গ্যাঁড়াকলে কুরাইশ—৩২৩
আমর ইবনুল আস ও খালিদ ইবনে ওয়ালীদের ইসলাম গ্রহণ—৩৩১
খায়বর বিজয় : সপ্তম হিজরী সন—৩৩২
মক্কা বিজয় : অষ্টম হিজরী সন—৩৩৮
হুনাইনের যুদ্ধ : অষ্টম হিজরী সন—৩৫০
আওতাস অভিযান—৩৫৬
তায়েফ অবরোধ—৩৫৭
আশ্চর্য এক কাহিনি—৩৫৮
মক্কা ছেড়ে আবার মদীনার পথে নবীজী—৩৫৯
তাবুক যুদ্ধ : নবম হিজরী সন—৩৬১
বিদায় হজ : দশম হিজরী সন—৩৬৮
মক্কার পথে হজ কাফেলা—৩৬৯
ওফাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : একাদশ হিজরী সন—৩৭৩
অন্তিম মুহূর্তে নবীজী—৩৭৮
উল্লেখযোগ্য সহায়ক গ্রন্থসমূহ—৩৮১

কিশোরদের প্রিয় মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচনা

কিশোর বন্ধুরা, নিশ্চয় তোমরা অনেক মনীষীর জীবনকাহিনি শুনেছ, পড়েছ। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকাহিনি কি তোমরা পড়েছ? এর উত্তরে তোমরা অনেকেই হয়তো বলবে, 'না'। অথচ তোমাদের সবচেয়ে বেশি পড়ার প্রয়োজন ছিল তাঁর জীবনী। সবচেয়ে বেশি জানা দরকার ছিল তাঁকে। যাকগে, ওসব কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এবার তাহলে সামনে চলি। কী বলো! আমরা এখানে শুরু করব তাঁর জন্ম ও বংশ-পরিচয় থেকে, আর শেষ করব তাঁর ওফাতে গিয়ে। কেমন?

জন্ম

আমাদের প্রিয় নবীজীর জন্ম-তারিখ নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ আছে। কারণ, সেকালে মানুষের ঘরে ঘরে ক্যালেন্ডার ছিল না। আর সন, তারিখ ও গণনার পদ্ধতি ছিল বিভিন্ন ধরনের। সে কারণে হিসেব-নিকেশে কিছুটা গরমিল হয়েছে। তবে যাঁরা গণিতবিদ্যায় খুব পারদর্শী, তাঁরা অনেক কষ্ট-সাধনার পর দুটো তারিখ ঘোষণা করেছেন। একদল বলেছেন, নয় রবিউল আউয়াল মুতাবেক ২০ এপ্রিল, ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, সোমবার খুব ভোরে হযরত আমিনার গর্ভ থেকে আমাদের প্রিয় নবীজী সমগ্র জাহান আলোকিত করে এই পৃথিবীতে আগমন করেন। অন্যরা বলেছেন, সেদিনটি ছিল ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার এবং এটাই বর্তমানে প্রসিদ্ধ অভিমত।

বংশ-পরিচয়

আমাদের প্রিয় নবীজী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত 'কুরাইশ' বংশের প্রধানতম শাখা 'বনু হাশিম' গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে কি? তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা শরীফ নির্মাণ করে ছেলে ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে দুআ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, তুমি আমাদের দু'জনকে তোমার একান্ত অনুগত করে নাও। আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এক অনুগত জাতি সৃষ্টি করো।' তারপর বললেন, 'তাদের মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করো, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করে শোনাবে। তাদের তোমার কিতাব কুরআনে কারীম ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে এবং পাপ-পঙ্কিলতা হতে পূত-পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।' আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের দুআ কবূল করেছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বংশেই জন্মগ্রহণ করেন।

কথাটি হয়তো তোমরা আগেও শুনেছ, কিন্তু বংশধারা হিসেবে তোমাদের হৃদয়ে বিষয়টি এখনো পরিষ্কার হয়েছে কি? আমি এখানে প্রিয় নবীর বংশধারার একটি তালিকা দিচ্ছি। আমাদের প্রিয় নবীজীর নাম তো তোমরা সবাই জানো—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ। এরপর আমি শুধু সিরিয়াল অনুযায়ী এক এক করে নামগুলো বসিয়ে যাচ্ছি। প্রথমে যাঁর নাম থাকবে তিনি হলেন ছেলে, আর পরের নামটি হলো তাঁর পিতার।

বুঝতে পারবে তো! তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমেই রয়েছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ, তারপর আবদুল মুত্তালিব, হাশেম, আব্‌দে মানাফ, কোসাই, কিলাব, মুররা, কা'ব, লুয়াই, গালিব, ফিহির, মালিক, নাদার,

কিনানা, খুযাইমা, মুদরিকা, ইলিয়াছ, নাযার, মুদার, মাআদ্দ, আদনান এভাবে ক্রমান্বয়ে আরও অনেকের পর ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও তাঁর পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। দেখলে তো! কীভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা মিলে গেল। মায়ের দিক হতেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধারার উজ্জ্বলতম একটি নক্ষত্র। তাঁর মাতার নাম ছিল হযরত আমিনা। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের আরেকটি ধারার পতাকাবাহী। সে বংশেরও চার পুরুষ অতিক্রম করে কুরাইশ বংশের সাথে মিলে গেছে। যেমন : হযরত আমিনার পিতার নাম হলো ওহাব, দাদার নাম আব্‌দে মানাফ, পরদাদার নাম ছিল কিলাব, আর ওই কিলাব হলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃবংশের সপ্তম পুরুষ। এখানে এসে দু'পরিবারই একাকার হয়ে যায়। অতঃপর সবাই এক হয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঔরসে গিয়ে মিলিত হয়।

নবীজীর পিতার ইন্তেকাল

আমাদের প্রিয় নবীজীর বাবা আবদুল্লাহ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। বছরের বিভিন্ন মৌসুমে তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ সফর করতেন। দেশের নানা প্রকার পণ্য-সামগ্রী নিয়ে বিদেশে বিক্রি করতেন। আর বিদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য এনে মক্কার বাজারে দিতেন। এই করে বাৎসরিক জীবিকা নির্বাহ করতেন। এমনই এক বাণিজ্যিক সফরে পিতা আবদুল্লাহ্ সিরিয়া গমন করেন। তখনো নবীজী দুনিয়াতে আসেননি। সিরিয়া থেকে ফেরার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। গুরুতর অবস্থায় তিনি ইয়াস্‌রিবে (আজকের মদীনায়) এক নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু তাতেও তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয় না বরং আরও অবনতি ঘটতে থাকে। আর এই গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়ই তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

এ ঘটনার কিছুদিন পর নবীজী দুনিয়াতে আসেন। নবীজীর দাদা আবদুল মুত্তালিব তখনো জীবিত। নাতির আগমনে তিনি মহাখুশি হন। পিতৃহারা নাতিটির নাম রাখেন 'মুহাম্মাদ'। আর নবীজীর মা 'আমিনা' তাঁর নাম রাখেন 'আহমাদ'।

নবজাতক শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নবজাতক শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মা আমিনা দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট সুসংবাদ পাঠান—আপনার একজন নাতি হয়েছে। সংবাদ পেয়ে দাদা আবদুল মুত্তালিব খুশিতে ছুটে আসেন। নাতিটিকে বুকে তুলে নেন, মন ভরে দেখেন। আনন্দ আর পরিতৃপ্তিতে দাদা আবদুল মুত্তালিব তাকে নিয়ে কা'বা শরীফে ঢুকে পড়েন। মন খুলে আল্লাহর দরবারে নাতিটির জন্য দুআ করেন। আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। আর জোর গলায় ঘোষণা করেন, উপস্থিত লোকসকল, তোমরা জেনে রাখো, আমার এই নাতির নাম রাখলাম 'মুহাম্মাদ'।

ইতিপূর্বে মক্কাবাসী এ জাতীয় নাম শোনেনি। 'মুহাম্মাদ' শব্দটি কানে যাওয়ামাত্র উপস্থিত সকলে চমকে ওঠে। মনে মনে ভাবতে থাকে, এমন সুন্দর নাম আবদুল মুত্তালিব পেল কোথায়? বেশ চমৎকার নাম তো!

নবীজীর দুধপান

সেকালে আরবের সাধারণ প্রথা ছিল অভিজাত পরিবারের নবজাতক শিশুদের তারা দুধপানের জন্য শহরের বাইরে কোনো মহিলার হাতে তুলে দিত। এজন্য বিনিময় স্বরূপ দুধমাদের বিশেষ উপঢৌকনও প্রদান করা হতো। এর কারণ হিসেবে বলা হতো, শহরের দূষিত বায়ু ও বিভিন্ন এলাকা হতে আগত মানুষের ভাষা দূষণ হতে শিশুদের মুক্ত রাখা। এটা একদিকে শিশুর সাধারণ বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হতো। অন্যদিকে বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও সহায়কের ভূমিকা পালন

করত। সাধারণত শহরের মানুষের ভাষা বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সংমিশ্রণে বিকৃত হয়ে থাকে।

দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর এই এতিম নাতিকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। তা-ই পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী নবজাতক মুহাম্মাদকেও কোনো দুধপানকারীনী মায়ের হাতে তুলে দিতে চাইলেন। এদিকে বনু সা'দ গোত্রের কিছু মহিলা পারিবারিক অভাব-অনটনের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নবজাতক দুধশিশুর সন্ধানে মক্কায় আসে। উদ্দেশ্য, কোনো ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো একজন শিশুকে বাগে নেওয়া, যাতে এই দুর্দিনে কিছুটা হলেও সহযোগিতা পাওয়া যায়। তাদের সাথে হালিমা সা'দিয়া নামেও একজন মা এলেন—এই আশায় যে যদি আমার ভাগ্যেও তাদের মতো কোনো একটি ধনাঢ্য শিশু জুটে যায়! তাহলে এ যাত্রায় অন্তত বেঁচে যাই। দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, তাতে তার পরিবারের আর কোনো উপায়ও ছিল না। জন্মের পর এতিম আমিনা-দুলাল প্রথম দু'তিন দিন মায়ের দুধেই তৃপ্ত হন। তারপর আবূ লাহাবের দাসী সুয়াইবার দুধপান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে পল্লীধাত্রীরা মক্কায় এসে ঘরে ঘরে দুধশিশুর সন্ধানে ছুটতে লাগল। কে কার আগে কার ঘরে যাবে, এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকের একটি মাত্র উদ্দেশ্য, কোনো ধনীর দুলালকে অবশ্যই ধরতে হবে।

তৎকালীন আরবের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ, সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী পরিবার ছিল কুরাইশ। ধাত্রীরা প্রথমে দলে দলে এ বাড়িতেই হানা দিতে লাগল। মা আমিনা ও দাদা আবদুল মুত্তালিব তাদের সকলের নিকট শিশু মুহাম্মাদকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাল। যখন তারা জানতে পারল শিশুটি এতিম, তাঁর বাবা নেই। পারিবারিক সঙ্গতিও তেমন ভালো নয়। তখন তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না ভেবে, এতিম শিশু মুহাম্মাদকে 'মা' আমিনার কোলে ছেড়েই অন্য কোনো ধনীর দুলালের সন্ধানে বেরিয়ে গেল। হালিমা সা'দিয়াও একবার এসে আবদুল মুত্তালিবের আঙ্গিনায় উঁকি মেরে গেছেন। তিনিও সব ঘটনা শুনে অপারগতা প্রকাশ করে

অন্যদের মতো ধনীর দুলালের খোঁজে চলে গেলেন। সকলেই ভাবল এই ছেলে পুষে তেমন কোনো লাভ হবে না। অর্থ-কড়িও তেমন একটা পাওয়া যাবে না। এদিকে অন্য সকলে এক এক করে যার যার ইচ্ছামতো একটি একটি শিশু পেয়ে গেল।

কিন্তু বেচারি হালিমা! দুর্বলতার কারণে কোনো ভালো পরিবারই তাদের সন্তানকে তাঁর নিকট দিতে অস্বীকার করল। তিনি ভাবলেন, খালি হাতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে এতিম মুহাম্মাদকে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

এদিকে হালিমার দুধের পরিমাণও ছিল খুব কম। তাঁর কোলে নিজ দুধ-সন্তান আবদুল্লাহ-ই তাতে পরিতৃপ্ত হতে পারত না। কিন্তু কি করবেন তিনি! খালি হাতে ফিরে যাবেন! সংসারের তো করুণ দশা। এক বেলা জুটলে তো অন্যবেলা জোটে না! এভাবেই চলছিল তাঁর পরিবার। তাই ফিরে এলেন আবদুল মুত্তালিবের বাড়িতে। প্রিয় নবীজীর মা আমিনাকে বললেন, কই বোন! তোমার এতিম ছেলেটিকেই আমাকে দাও।

বন্ধুরা! দুধপানের এ রীতিটা সেকালের আরবে কোনো নতুন ঘটনা ছিল না। অনেক অনেক কাল পূর্ব হতেই এই প্রথা আরবসমাজে চালু ছিল। যাকগে! ওসব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে লাভ নেই। আমরা আমাদের নবীজীর আলোচনায় আসি। হালিমা সা'দিয়া কেন, সেদিন কেউ বুঝতে পারেনি যে মুহাম্মাদ কোনো সাধারণ শিশু নয়! ইনি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সেরা সৃষ্টি। যাঁকে কেন্দ্র করে আল্লাহ পাক এ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় দীন-ইসলামকে পূর্ণতা দান করবেন। যাঁর আগমনী বার্তা দিয়ে একলক্ষ বা দু'লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর-নবী প্রেরণ করেছেন। কে জানত একদিন যে, এই শিশুই সমগ্র পৃথিবীর অন্ধকার, অমানিশার বিস্তীর্ণ চাদর ফুঁড়ে দীন ইসলামের আলোকবর্তিকা জ্বালাবেন? কে জানত যে, এই শিশুটির ওপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এত দয়া, অনুগ্রহ ও রহমতের চাদর ছায়া দিয়ে আছে?